SEMESTER-2
PAPER:CC-4
MODULE-2
পাঠ প্রণেতা: ড. অনুরাধা গোস্বামী

সমরেশ বসু র আদাব গল্পটি মানবতার জয় ও পরাজয়ের কাহিনী:

কল্লোল উত্তর বাংলা ছোট গল্প যখন রবীন্দ্র পরিমণ্ডল ভেঙে স্বকীয়তার ভাষার তখন কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য সমরেশ বসু সমাজ ও সময়ের সচেতন মন নিয়ে কলম ধরলেন। ৪৬ এর সম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে লেখা সমরেশ বসুর আদাব গল্পটি এক অপূর্ব মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ। আদাব গল্পটা আসলে কিসের ?দাঙ্গার কাহিনী ?শোষণের কাহিনী? রাজনৈতিক আত্মঘাতের কাহিনী? মানবতার জয়গান? সমরেশ বসু যখন আদাব লিখছেন তখন দেশ এক ক্রান্তিকালে। তবু আদাব গল্পটা নিছক দাঙ্গার গল্প নয়। দাঙ্গা গল্পে এসেছে কিন্তু তাকে ছাপিয়ে উঠেছে সম্প্রদায় নির্বিশেষে শোষণ বঞ্চনা আর অসহায় ও তার চিত্র।

আদাব গল্পের যে কাহিনী তা হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে যত স্পষ্ট করেছে তারও থেকে স্পষ্টতরও করেছে সমাজের অর্থনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা কে। যে সাম্প্রদায়িকতার একদিকে আছে ধনাঢ্য উৎপাদক শোষক এবং অন্যদিকে আছে নির্ধন উৎপাদন যন্ত্র শোষিত। এই বিভাজনে হিন্দু মুসলমানের কোন ভেদ নেই সেই কারণেই নৌকার মুসলমান মাঝিই আর সুতা কলের হিন্দুশ্রমিক একই বিপন্নতার ফেরে পড়ে পরস্পরের দিকে মৈত্রীর হাত বাড়ায়। অর্থহীন হয়ে যায় তাদের ধর্মীয় পরিচয়।

গল্পের প্রথম তিনটি অনুচ্ছেদ ব্যবহৃত হয়েছে সমসাময়িক পরিস্থিতিকে পাঠকের কাছে তুলে ধরার জন্য। যে বাস্তব সময়টা গল্পে আছে এই তিনটি অনুচ্ছেদ যেন ঠিক সেই সময়ের ছবি। হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গার ফলে শহরে জারি হয়েছে ১৪৪ ধারা আর কারফিউ। রাতের অন্ধকারকে কাজে লাগিয়ে হিন্দু মুসলমান চোরা গোপ্তা আঘাত হানছে পরস্পরের ওপর। মিলিটারির গাড়ি দহল দিচ্ছে এই দাঙ্গার মোকাবিলা করার জন্য। বস্তিতে বস্তিতে আগুন জ্বলে উঠছে ভয় নারী ও শিশু চিৎকার করে ছুটে যাচ্ছে এদিকে ওদিকে কারফিউ অগ্রাহ্য করে। অন্যদিকে মিলিটারি আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য দিশাহীন ভাবে গুলি ছুঁড়ছে। এই পরিস্থিতি কোন একটি বিশেষ দিনের নয় দাঙ্গা বিধ্বস্ত তৎকালীন কলকাতার প্রায় প্রতিদিনের ছবি।

মূল গল্পটি শুরু এরপর থেকে। দুদিক থেকে আসা দুটি গলির মিলনস্থলে একটি ডাস্টবিনকে আড়াল করে নিয়েছে দুটি মানুষ। দুজন দুজনকেই সন্দেহ করছে এবং ভয় পাচ্ছে। ওদের মনে একটাই প্রশ্ন হিন্দু না মুসলমান? কিন্তু কেউ সাহস করে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেও পারে না। আবার ডাস্টবিনের আশ্রয় ছেড়ে পালিয়ে যেতেও পারে না। শুধু রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় একে

অপরের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু ধৈর্যের বাঁধো একসময় ভেঙে পড়ে। নানা প্রশ্নের মধ্যে এক সময় জানা যায় একজন নায়ের মাঝি বাড়ি নারায়ণগঞ্জের কাছে অন্যজন নারায়ণগঞ্জের সুতা কলের শ্রমিক। হঠাৎ শোরগোল শোনা যায় সন্ত্রস্ত হয়ে মাঝি চলে যেতে চাইলে শ্রমিক তাকে যেতে বারণ করে। কারণ সকলেই তখন সকলকে সন্দেহের চোখে দেখে। কিন্তু তবুও একে অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে নিজেদেরই অজান্তে আস্তে আস্তে দুটি মানুষ ক্রমে সহজ হয়ে ওঠে উভয়ের কথোপকথন অনেকটাই সরিয়ে দেয় মনের প্রাথমিক সন্দেহের কুয়াশাকে। দুজনেই ভাবতে থাকে বাড়ির কথা কিভাবে তারা আবার মিলিত হবে পরিবারের লোকেদের সঙ্গে। এভাবে কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর একটি বিড়ি জ্বালানো কে কেন্দ্র করে প্রকাশ হয়ে পড়ে এদের ধর্ম। মুসলমান মাঝে আল্লাহ শব্দ থেকেই সুতা মজুর বুঝে নিল যে মাঝি মুসলমান। নতুন করে সন্দেহ আবার দানা বাঁধে। মাঝির পুটুলির প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করলে মাঝি দেখিয়ে দেয় সেখানে রয়েছে তার স্ত্রী এবং ছেলেদের জন্য দুটি জামা আর শাড়ি। কারণ আগামীকাল তাদের ঈদের পরব নতুন জামা কাপড় তাই তাদের হাতে তুলে দিতে চায় এই মাঝি। প্রথমে যে অবিশ্বাস মুখ্য ভূমিকায় ছিল এবারে সেই অবিশ্বাসের বাতাবরণ থেকে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ক্রমশ এমন জায়গায় পৌঁছায় যে তারা পরস্পরের সমব্যথী বন্ধু হয়ে ওঠে। সাম্প্রদায়িক পরিচয়টা সেখানে কোন সংঘাত তৈরি করে না।। পরস্পরের প্রতি মমতায় উদ্বেগে ভালোবাসায় মাখামাখি হয়ে তারা ভয়ের শীতার্ত রাতে আশ্বাসের আঁচে ওম পো হায়। পুলিশের পদধ্বনিতে ভয় পেয়ে দুজনেই উঠে আসে ডাস্টবিনের আড়াল থেকে। চেষ্টা করে এই অদ্ভুত বন্ধুত্ব থেকে মুক্তি র। মাঝি সেদিনই পৌঁছতে চায় তার গ্রামে ।আট দিন ধরে ঘরের কোন খবর নেই ।পরের দিন ঈদ। শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদ আসেই। দরিদ্র মাঝি স্ত্রী সন্তানের সঙ্গ লাভের জন্য উদ্বেল হয়ে ওঠে। সুতা মজুর কে নিরাপদ জায়গায় রেখে সে তার পরিচিত পথ ধরতে চায়। উৎকণ্ঠিত মজুর মাঝিকে আটকাতে পারে না। দুই বন্ধু পরস্পরকে অভিবাদন জানায় আদাব। এই অভিবাদন মানবতার। বিচ্ছেদের উর্ধে সংশয়ের পাড়ে সাম্প্রদায়িকতা থেকে আলোকবর্ষ দূরে যে মানবতা অপেক্ষা করে থাকে সুবুদ্ধি ও সুনীতিবোধের জন্য এই অভিবাদন তাকেই সম্মান দেয়।

মাঝি অবশ্য শেষ পর্যন্ত তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছায় না। কারণ সুতো মজুরের মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে একটা ছবি। পুলিশের গুলিতে মাঝির বুকের রক্তে লাল হয়ে উঠেছে তার ছেলেমেয়ে বউয়ের জন্য কেনা, জামা কাপড় গুলো। পরবের দিন টা ভেসে যাবে তাদের চোখের জলে। জি আদাব জানিয়ে চলে গিয়েছিল মাঝি সেই আদাবটুকু সে জানিয়ে যেতে পারল না শেষবারের জন্য মিলিত হতে পারল না পরিবারের সঙ্গে। হিন্দু শ্রমিক আর মুসলমান মাঝে রক্তের রঙে কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য নেই তাদের মুখের ভাষায় পার্থক্য নেই ও কিঞ্চিত কর জীবন যাপনের গতানুগতিকতায়। মাঝি ও শ্রমিক তা বোঝে। তাই তারা একে অন্যের দিকে বাড়িয়ে

দিতে পারে মৈত্রীর হাত। আর এই মৈত্রী কে ছিঁড়তে থাকে রাজনীতির ধান্দাবাজি প্রশাসনের উদ্যমীও উদ্যোগী সহায়তায়। আদাব গল্পটি তাই হয়ে ওঠে মানবতার জয় ও পরাজয়ের কাহিনী একই সঙ্গে।

আদাব মূলত মুসলিম সম্বোধন। গল্পে আদাব ব্যবহৃত হয়েছে বিদায় বোঝাতে। লক্ষ্য করা যায় হিন্দু সুতা মজুর ও তার ধর্মের কথা ভুলে গিয়ে তার সহযোদ্ধা বন্ধুর প্রত্যুত্তরে আদাব শব্দটি ব্যবহার করেছেন। দাঙ্গার সময় তারা দীর্ঘ একটা সন্ধ্যা একসঙ্গে কাটিয়ে মানবিকতার এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তারা পরস্পরের থেকে বিদায় নিল। শুধু এই কারণেই আদাব গল্পের নামকরণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। আসলে আদাব শব্দের অর্থের বিস্তার যদি একটু বাড়িয়ে নেই অর্থাৎ আমরা যদি ধরে নেই বিদায় দুটি চরিত্রের মধ্যে ব্যবহৃত কোন একটি বিশেষ শব্দ নয় বিদায় মূলত দুটি ধর্মের মানুষের যারা পরবর্তীকালে একসঙ্গে না থাকার সিদ্ধান্তের জন্য নিজস্ব একটা সীমানা তৈরি করবে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের বিভক্ত হয়ে একে অপরকে ত্যাগ করে চলে যাবে চিরদিনের মত। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি হিন্দু ও মুসলমানকে যেমন তাদের বাসস্থান ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল আর এই চলে যাওয়ার মধ্যে রয়ে গেছে অত্যাচার বিচ্ছিন্ন হওয়ার চরমতম দুর্দশা। আদাব আসলে এই বিচ্ছিন্ন জাতিসত্তার প্রতীক বিভক্ত রাষ্ট্রের প্রতীক।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। সাহিত্যের ছোটগল্প- নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
২। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার- অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়
৩। এককালের গদ্য পদ্য আন্দোলনের দলিল- সত্য গুহ
৪। কালের পুত্তলিকা - অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
৫। বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ -বীরেন্দ্র দত্ত।